পলিসি ব্রিফ
# ৬৯ / ২০১৮

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

# বাংলাদেশের পানিখাতে শুদ্ধাচার: টেক্সটাইল শিল্পে বর্জ্য পানি শোধনাগারের কার্যকর ব্যবহারের জন্য করণীয়

## প্রেক্ষাপট

টেক্সটাইল শিল্প বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে, কিন্তু এর দ্বারা আমাদের পরিবেশগত বিরূপ প্রভাবও অনেক। বাংলাদেশে পানি খাতে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে টেক্সটাইল শিল্পে সরকার কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা, আইন এবং বিধির বাস্তবায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে পানির দূষণরোধে টেক্সটাইল শিল্পখাতে বর্জ্য পানি শোধনাগার তথা ইটিপি'র ব্যবহার নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) তার কর্মকাণ্ডে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতসমূহের মধ্যে অন্যতম পরিবেশ ও পানি খাতের ওপর গবেষণা ও তার ভিত্তিতে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। সম্প্রতি এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের পানি খাতে শুদ্ধাচারের অপরিহার্যতা বিবেচনায় নিয়ে টিআইবির উদ্যোগে টেক্সটাইল শিল্পে ইটিপি'র ব্যবহার ও কার্যকরতা বিষয়ে একটি গবেষণা সম্পন্ন করা হয়েছে। এ গবেষণায় টেক্সটাইল শিল্পে বর্জ্য পানি শোধনাগারের ব্যবহারে সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এসব চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণের জন্য সুপারিশ পেশ করা হয়েছে।

## আইন ও আইনের প্রয়োগ সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ

টেক্সটাইল শিল্পখাতে বাধ্যতামূলকভাবে ইটিপি ব্যবহারের বিধান রয়েছে, কিন্তু ইটিপির ব্যবহার না হওয়া বা অপর্যাপ্ত ব্যবহার পানিসহ পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি করছে। যার ফলে টেক্সটাইল শিল্প কারখানার বর্জ্য দ্বারা পানি, মাটি, নদী-নালা মারাত্মকভাবে দূষণের শিকার হচ্ছে এবং কৃষিনির্ভর জীবন-জীবিকা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অতি মাত্রায় দূষণ ভূগর্ভস্থ পানিকেও দূষিত করছে। অপরদিকে শিল্প-কারখানার ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন ও ব্যবহার সংক্রান্ত কোনো বিধিমালা না থাকার ফলে কিছু শহর এলাকা বাদে এই পানি বিনামূল্যে ব্যবহৃত হচ্ছে। বাংলাদেশে এক কেজি কাপড় উৎপাদনে গড়ে ২০০-২৫০ লিটার পানি খরচ হয় যা বৈশ্বিক সর্বোত্তম ব্যবহারের চেয়ে প্রায় পাঁচগুণ বেশি। এছাড়া ভূ-পৃষ্ঠের পানির গুণগত মান বজায় রাখার জন্য তরল বর্জ্য নিষ্কাশনের ক্ষেত্রে শোধনাগার পরিচালনার কোনো বিধান পানি সংশ্লিষ্ট কোনো আইনে উল্লেখ নেই। বর্জ্য পানি শোধনাগারের স্লাজ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আইন ও অবকাঠামোর অভাবে পরিবেশ তথা পানির দূষণ রোধ করা যাচ্ছে না। এছাড়া পরিশোধিত পানির নমুনা সংগ্রহের জন্য নির্দেশিকা না থাকায় নমুনা পরীক্ষা প্রতিবেদন অনেক ক্ষেত্রে অগ্রহণযোগ্য হয়। সর্বোপরি বিদ্যমান পানি আইন, পরিবেশ আইন ও বিধিমালাসমূহের কার্যকর বাস্তবায়ন করা হয় না। অনেকক্ষেত্রে পরিবেশ আইন অমান্যকারীর বিরুদ্ধে শাস্তি কার্যকর করা হয় না। এছাড়া বিদ্যমান নীতি ও আইনের ধারাসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের সাথে অন্যান্য পানি সংক্রান্ত সংস্থাগুলোর আন্তঃসংযোগ যথেষ্ট নয়। রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে 'দূষণকারী কর্তৃক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নীতি' (পলিউটারস পে প্রিন্সিপল) সর্বক্ষেত্রে সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা হয় না।

## সুপারিশ

১. শিল্প কলকারখানার ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন ও ব্যবহার সংক্রান্ত বিধিমালা প্রণয়ন করতে হবে।
২. পানির অপচয় এবং দূষণ কার্যকরভাবে কমানোর জন্য পানির ব্যবহার অনুযায়ী মূল্য নির্ধারণ করে তা বাস্তবায়ন করতে হবে।
৩. স্লাজ পরিশোধন ও নিষ্কাশন আইন প্রবর্তন করতে হবে।
৪. পরিশোধিত পানির নমুনা সংগ্রহের সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকা প্রণয়ন করতে হবে।
৫. পরিবেশ অধিদপ্তরের মাধ্যমে কার্যকর পরিদর্শন, তদারকি ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শাস্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বর্জ্য পানি শোধনাগারের কার্যকর পরিচালনা নিশ্চিত করতে হবে।
৬. পরিবেশগত নীতি, আইন, বিধিমালা বাস্তবায়ন করার লক্ষে জাতীয় পরিবেশ কমিটিকে কার্যকর করতে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়কে উদ্যোগ নিতে হবে।

## শোধনাগার পরিচালনায় চ্যালেঞ্জ

বর্জ্য পানি শোধনাগার সাশ্রয়ী ও কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য সরকারের উদ্যোগের অভাব রয়েছে, এর উদাহরণ হিসেবে বর্জ্য পানি শোধনাগারের কার্যকর ব্যবহারের জন্য ইতিবাচক প্রণোদনা না থাকা, অঞ্চল ভিত্তিতে পানি শোধনাগার নির্মাণ না করা, এবং পানির আর্থিক মূল্য নির্ধারণ না করা ইত্যাদি উল্লেখ করা যায়। এছাড়া স্বল্প সময়ে পরিশোধিত পানির নমুনা পরীক্ষা করার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই। কারখানার ভেতরে নিজস্ব মান যাচাই ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রে থাকে না, এমনকি তা থাকলেও নির্ভরযোগ্য নয়।

## সুপারিশ

৭. সরকারের পক্ষ থেকে সাশ্রয়ী মূল্যে বর্জ্য পানি পরিশোধনের লক্ষ্যে ভর্তুকি, কারিগরি সহায়তা, প্রশিক্ষণ, জমি সহায়তা ইত্যাদি প্রদান করতে হবে।

৮. পানি পরিশোধন খরচ কমানো এবং সহজ পর্যবেক্ষণের জন্য টেক্সটাইল শিল্পাঞ্চল ভিত্তিতে পানি শোধনাগার নির্মাণ করতে হবে।

৯. পরিশোধনাগারের পানির নমুনা সাশ্রয়ী মূল্যে পরীক্ষার জন্য নির্ভরযোগ্য মানের আঞ্চলিক পরীক্ষাগার তৈরি করতে হবে।

১০. বর্জ্য পানি শোধনাগার ব্যবহারের আইনি বাধ্যবাধকতা মেনে চলার জন্য টেক্সটাইল মালিকসহ সংশ্লিষ্ট জনের সচেতনতা বাড়াতে হবে।

## তদারকি প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ

পরিবেশ অধিদপ্তর প্রয়োজনের চেয়ে অনেক কম জনশক্তি, যানবাহন ও যন্ত্রপাতি নিয়ে পরিচালিত হয়, ফলে তাদের পক্ষে নিয়মিত কারখানা পরিদর্শন ও আইন প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না।

## সুপারিশ

১১. পর্যাপ্ত জনবল ও সম্পদ বরাদ্দ এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বাড়ানোর মাধ্যমে পরিবেশ অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে, যাতে তারা তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব বিশেষকরে পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএমপি) ও তদারকি কার্যকরভাবে সম্পন্ন করতে পারে।

১২. নিজস্ব জনবল ও দক্ষতার ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন না করা পর্যন্ত অধিদপ্তরের তদারকি কার্যক্রমে সহায়তার জন্য গ্রহণের লক্ষ্যে উপযুক্ত তৃতীয় পক্ষ নিয়োগ করতে হবে।

## অংশগ্রহণ ও অভিযোগ নিরসন সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ

নদী এবং অন্যান্য জলাশয়ের দূষণ রোধে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা সাধারণত কোনো ব্যবস্থা নেন না। সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং ভুল সংশোধনের জন্য জনসাধারণের পরামর্শ গ্রহণ এবং জনসাধারণের অভিযোগ সমাধানের কোনো সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া নেই।

## সুপারিশ

১৩.স্থানীয় পর্যায়ে জনপ্রতিনিধি ও সমাজের সচেতন ব্যক্তি ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরিবেশ পর্যবেক্ষণ সেল তৈরি করে পানি শোধনাগার থেকে নির্গত পানির মান পর্যবেক্ষণ এবং এ সম্পর্কিত প্রচার ও সচেতনতা কার্যক্রমের উদ্যোগ নিতে হবে।

১৪. পানি শোধনাগার পরিচালনা ও দূষণ সংক্রান্ত স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও দুর্নীতি প্রতিরোধে অনলাইনে অভিযোগ দাখিল করা ও যথাযথ প্রক্রিয়ায় দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

## পলিসি ব্রিফ প্রসঙ্গে

জাতীয় ও তৃণমূল পর্যায়ে নাগরিকদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতন ও সক্রিয় করা এবং দেশে দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা সৃষ্টির লক্ষ্যে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ১৯৯৬ সাল থেকে বহুবিধ গবেষণা, প্রচারণা, অ্যাডভোকেসি ও জনসম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। জাতীয় পর্যায়ে নিবিড় অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম গ্রহণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে বিস্তৃত নাগরিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে 'বিল্ডিং ইন্টেগ্রিটি ব্লকস ফর ইফেক্টিভ চেইঞ্জ' প্রকল্পটি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিদ্যমান নীতি, আইন ও নিয়ম-কানুন কার্যকর প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

টিআইবি এমন এক বাংলাদেশ দেখতে চায় যেখানে সরকার, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, নাগরিক সমাজ ও সাধারণ মানুষের জীবন হবে দুর্নীতির প্রভাব থেকে মুক্ত। এ লক্ষ্যে নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার অনুঘটনে টিআইবি গবেষণা কার্যক্রম ও তার ভিত্তিতে কার্যকর নীতি প্রণয়নে অ্যাডভোকেসি ও নাগরিক সম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এরই অংশ হিসেবে ধারাবাহিক ও সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ের ওপর টিআইবি পলিসি ব্রিফ প্রণয়ন করে থাকে।

**ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)**

মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫), বাড়ি ০৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯। ফোন: +৮৮০ ২ ৯১২৪৭৮৮-৮৯, ৯১২৪৭৯২

**ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৯১২৪৯১৫,** info@ti-bangladesh.org, www.ti-bangladesh.org, www.facebook.com/TIBangladesh